بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০২/০৬ | শুক্রবার, ২৮ সফর, ১৪৪২ হিজরী | ১৬/১০/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হাসিনা সরকার কর্তৃক গ্রেফতার ও ভয়-ভীতির মাধ্যমে সম্মেলন বানচালের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ তার পূর্বঘোষিত অনলাইন সম্মেলনটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে

হিযবুত তাহ্‌রীর / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ আজ ১৬ অক্টোবর (শুক্রবার), ২০২০ তার পূর্বঘোষিত অনলাইন সম্মেলনটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। যদিও সরকার যথারীতি তার ভয়-ভীতি ও দমন-নিপীড়নের পথ অবলম্বন করেছে, যার বিষয়বস্তু ছিল: **"পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, সীমাহীন দুর্নীতি ও লকডাউনের ফলে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে অর্থনীতি: নেতৃত্বশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় খিলাফত রাষ্ট্রের নীতিসমূহ"**। অনলাইন সম্মেলনটি আন্তর্জাতিক ইনটার্নেট টিভি চ্যানেল Alwaqiyah.tv তে সম্প্রচারিত হয়।

বিগত কয়েক দশকে আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শাসন ও সীমাহীন দুর্নীতিতে দেশের যে অর্থনীতি ইতিমধ্যে পঙ্গুত্ব বরণ করেছিল, হাসিনা সরকার পশ্চিমাদের অনুকরণে লকডাউন আরোপ করে সেটাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে এই শাসকগোষ্ঠীর না আছে কোন চেষ্টা না আছে কোন উপায়, বরং তারা সমাধানের জন্য সেই পশ্চিমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে, যাদের ভ্রান্তনীতিই আজকের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের বর্তমান ধ্বংসপ্রায় অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করে নেতৃত্বশীল অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্রের নীতিসমূহ জাতির সামনে তুলে ধরতে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহ দূরীকরণে জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে আমরা এই সম্মেলনটির আয়োজন করেছি।

বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সরকারের কোন প্রচেষ্টা না থাকলেও দেশকে বর্তমান ধ্বংসপ্রায় অবস্থা থেকে উত্তরণে যারা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন তাদেরকে দমনে কোন ব্যর্থতার পরিচয় দেয়নি। তারা সম্মেলনটি বানচাল করতে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে (১৫ অক্টোবর, ২০২০) রাজধানীর ভাটারা থানাধীন নদ্দা এলাকায় সাড়াশি অভিযান চালিয়ে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর ৫ জন কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতার করে। তাছাড়া, সম্মেলনের প্রচারণাকালীন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় বাধা সৃষ্টি করে, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, মোহাম্মদপুর ও খিলক্ষেত এলাকা হতে একাধিক কর্মীকে গ্রেফতার করে। কিন্তু তাদের সব অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে অনলাইন সম্মেলনটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তাই সরকারের অনুধাবন করা উচিত, ভয়-ভীতি ও দমন-নিপীড়নের পথ অবলম্বন করে তারা জনগণ কিংবা জনগণের প্রকৃত নেতৃত্ব সত্যবাদী দল **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর কণ্ঠ স্তব্ধ করতে পারবে না।

সম্মেলনের ১ম বক্তা দেশের অথনীতি আজ এই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে কেন, বিষয়টি তিনটি অংশে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। **প্রথম অংশে তুলে ধরেন:** জীবন ও জীবিকাকে পরস্পরের মুখোমুখি দাড় না করিয়ে মহামারী মোকাবেলায় ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দশনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণে লকডাউন আরোপ করে দেশের অথর্নীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। **দ্বিতীয় অংশে তুলে ধরেন:** বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী কৌশলে তাদের সমস্ত ব্যর্থতার দায়ভার এখন চাপিয়ে দিচ্ছে কোভিড-১৯ এর উপর। অথচ, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পূর্বেই তাদের পুঁজিবাদী নীতি যেমন: কৃষি ও শিল্প ধ্বংসনীতি, তেল-গ্যাস দখলনীতি, ঋণ ও মুদ্রানীতি দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ডকে ভেঙ্গে দিয়ে পরনির্ভরশীল করে তুলেছে। **তৃতীয় অংশে** বক্তা শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীদের সীমাহীন দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেন, এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জীবনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভোগ করা, শাসকগোষ্ঠীকে যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতাকে তাদের এই দুর্নীতির কারণ হিসেবে তুলে ধরেন।

২য় বক্তা তার বক্তব্যে প্রথমত আসন্ন খিলাফত বর্তমান ধ্বংসপ্রায় অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে যেসব তাৎক্ষণিক পদক্ষেপগুলো গ্রহন করবে তা জাতির সামনে তুলে ধরেন। **দ্বিতীয়ত:** স্বনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হতে কৃষির গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তিনি খিলাফত রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষিভিত্তিক খাদ্যশস্য ও শিল্পের চিত্র তুলে ধরেন। **তৃতীয়ত:** সমরভিত্তিক ভারী শিল্প, পাশাপাশি ইসলামী জ্বালানী নীতি, মুদ্রানীতি অনুসরণের মাধ্যমে কিভাবে নেতৃত্বশীলতা অর্জন করবে তা তুলে ধরেন।

সম্মেলনের ৩য় বক্তা তার বক্তব্যের ১ম অংশে: খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করতে গিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অক্ষত রেখে শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী চেহারা পরিবর্তন কিংবা তাৎক্ষণিক কিছু পরিবর্তনের আশায় গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ না করা এবং ইসলামকে শুধু নামায রোযার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়টি তুলে ধরেন। এবং **২য় অংশে** উত্তরণের উপায় হিসেবে, শুধুমাত্র ব্যক্তি পরিবর্তন নয় বরং ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলনে শরিক হতে হবে। কিছু ইস্যুভিত্তিক সমাধানের আশা না করে সামগ্রিক সমাধান খিলাফতে রাশিদাহ্ পুণঃপ্রতিষ্ঠার একদফা দাবী জানাতে হবে। এবং পাশাপাশি, পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু ও পরিচিতদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসার তাদের নিকট দাবী জানাতে হবে যেন তারা বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুণঃপ্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করে, কারণ তাদের হাতেই রয়েছে সেই সক্ষমতা যা দ্বারা তারা বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী ও শাসনব্যবস্থাকে অপসারণে সক্ষম।

পরিশেষে, আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ** সম্মেলনটি অংশগ্রহনের জন্য যারা লগইন করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাছাড়া, সম্মেলনটিকে সফল করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কাছে দু'আ করি যেন তিনি আমাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করেন, আমাদের এই অতিক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করেন এবং অতিসত্তর আমাদের উপর তার রহমতপূর্ণ শাসনব্যবস্থা খিলাফতে রাশিদাহ্ দান করেন, আমিন।

*** وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ***

"আর যদি ঐ জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো ও তাক্বওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি তাদের প্রতি আসমান ও জমিনের নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম" [সূরা আল আরাফ: ৯৬]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ